দৈনিক বাংলা

তারিখ 17 MAY 1990
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

প্রশ্নপত্র ফাঁস

পরীক্ষায় নকলের [illegible] যা এখনও পুরোদমে চলছে। এরই মধ্যে আবার নতুন উৎপাত। প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সাধারণ বিজ্ঞান প্রথম পত্রের পরীক্ষা প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার দরুণ স্থগিত রাখতে হয়েছে। এ পরীক্ষা কবে অনুষ্ঠিত হবে তা পরে জানানো হবে।

সরকার অবশ্য এই ঘটনা তদন্তের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। তিন সদস্যের এই কমিটি এক সপ্তাহের মধ্যে এ বিষয়ে তদন্ত করে সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করবেন। তদন্ত কমিটি গঠনে সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এবং এ বিষয় সম্পর্কিত রহস্য জানা যাবে বলেই আশা করা যায়। তবু জনসাধারণের মনে প্রশ্ন জাগে—এ রকম ঘটনা কেন ঘটে, কি করে ঘটে? এ রকম ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় প্রকাশ পায় নিশ্চয়। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা এবারই নতুন নয়, এর আগেও বহুবার এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। বার বার এর পুনরাবৃত্তি নানা প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে।

এমনিতেই আমাদের দেশের পরীক্ষাগুলি এখন প্রায় প্রহসনই হয়ে উঠেছে। পরীক্ষাকে একেবারেই অর্থহীন প্রমাণ করার জন্য কিছুসংখ্যক লোক যেন নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতেছেন। নকল হচ্ছে, অবাধ নকলের দাবী উঠেছে। এসব প্রতিরোধের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যখন অত্যন্ত সাবধানী ও সচেতন পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তখন তারা এমনসব কাজ করছেন যা পরিস্থিতিকে আরো নাজুক করে তুলছে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে আমাদের পরীক্ষা তথা শিক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে হয়।

পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আয়োজন যথেষ্ট হয় বলেই আমরা জানি। কিন্তু এত কিছুর পরেও প্রায় কোন পরীক্ষাই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। অতএব আয়োজনে ফাঁক আছে এরকম মনে করবার কারণ আছে। ফাঁক যে আছে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়াতে তার প্রমাণও মেলে। আমাদের দেশের পরীক্ষা বিষয়ক অবস্থা যদি স্বাভাবিক হত তাহলে দু-এক সময়ে এ ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়তবা ক্ষমার চোখে দেখবার চেষ্টা করা যেত। কিন্তু আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থায় এরই জটিলতা যে দায়িত্ববান কোন ব্যক্তি এক্ষেত্রে এমন কিছু নিশ্চয় করবেন না যা পরিস্থিতিকে আরো ঘোরালো করে। তেমন কাজ যদি কেউ করেন তাহলে এই বিশেষ পরিস্থিতিতে তার অপরাধও কিছু বেশী গুরুতর বলেই গণ্য হবে।

কুমিল্লা বোর্ডের ওই বিশেষ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার জন্য যারা দায়ী তাদের অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। এ ধরনের ঔদাসীন্য আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য অবাঞ্ছিত পরিণতিই ডেকে আনতে পারে। এর প্রতিকার হওয়া বাঞ্ছনীয়।